ভোরের কাগজ

25

তারিখ ... 0সে. ২৪.1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ২ ......

ভর্তি পরীক্ষায় স্কোর প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হোক

উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা কার না আছে? কে না চায় নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তুলে সাফল্যের শিখরে আরোহণ করতে? কিন্তু বাস্তবে তার আর হচ্ছে কোথায়। বর্তমান ভর্তি পদ্ধতির ফাঁক-ফোকরে পড়ে অনেক মেধাবী ছাত্র বঞ্চিত হচ্ছে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে। হয়তো দেখা গেলো এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার সময় তার কোনো অসুবিধা দেখা দিলো। যার কারণে ভালো প্রস্তুতি সত্ত্বেও সে পারছে না সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিতে। অবশেষে ভর্তি পরীক্ষা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে স্কোর প্রথায় পিছিয়ে পড়ে নস্যাৎ হচ্ছে তার উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের আশা।

অন্যদিকে গ্রামগাঁয়ের কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের সহায়তায় নকল নাম মহড়ায় অংশ নিয়ে অনেক নম্বর তথা অনেক স্কোর নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং ন্যূনতম নম্বর পেয়েও সে স্কোর নামক তরীতে ভেসে চান্স পেয়ে যায় কোনো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো কোনো বিষয়ে। উদাহরণস্বরূপ আমার গ্রামের কলেজ থেকে কয়েকজন ছাত্রই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়সহ মানবিকে ঢাকা বোর্ড থেকে স্ট্যান্ড করেছে। আসলে এদের মধ্যে অধিকাংশই আছে যাদের স্ট্যান্ড করাতো দূরের কথা প্রথম বিভাগ পেতেও কষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শিক্ষকদের সহযোগিতায় এবং নকল করে দুবার ফেল করা ছাত্রও যদি বোর্ড স্ট্যান্ড করে (ঐ কলেজ থেকে) সেটা ভাবতে কেমন লাগে। সে ঘটনাটি এ বছর আমাদের কলেজে ঘটেছে। ঐ কলেজ থেকেই এসএসসিতে তৃতীয় বিভাগ পাওয়া ছাত্র স্টার মার্ক পায়। এদের অনেকে হয়তো ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়বে। আবার স্কোর নামক গাড়িতে চড়ে অনেক পার পেয়ে যাবে ভর্তি পরীক্ষার রণাঙ্গনে। এই যদি হয় শিক্ষার মান, তবে দেশের উন্নতি কি করে সম্ভব। যেখানে প্রয়োজন মেধা, মনন আর দক্ষ জনগোষ্ঠী সেখানে যদি এভাবে থাকে শিক্ষাব্যবস্থা তবে কি আর কাজ হয়।

তাই আমাদের অনুরোধ, উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় স্কোর প্রথা যদি একান্তই উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয় তবে যেন শতকরা এক ভাগ হিসাবে (শাহজালাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মতো) স্কোর হিসাব করা হয়। এতে সাপও মরবে আর লাঠিও ভাঙবে না।

মিলন চৌধুরী
ডাসার, কালকিনি
মাদারীপুর